তবুও আসুক সে

দেবব্রত রায়

BlueRose ONE .com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Debabrata Roy 2026

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRoseONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7542-842-8

Cover design: Aafiya Saifi
Typesetting: Namrata Saini

First Edition: April 2026

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া লক্ষী বালা রায়

আমার ঠাকুমা।

ছেলেবেলায় ঠাকুমার সঙ্গে কাটানো সময়গুলোর ছাপ আজও রয়ে গেছে আমার মনের কোণে। দুপুরবেলা পেটভর্তি ভাত খাওয়ার পরও যখন ঠাকুমা "বোধন" বলে ডাকতেন, তখনই বুঝতাম—আবার খেতে হবে। "বোধন"—এই নামটি ছিল তাঁর দেওয়া আমার আদরের নাম। আজ পর্যন্ত এই নামে আমাকে আর কেউ ডাকেনি।

ভাতের থালা নিয়ে পিঁড়িতে বসে থাকা ঠাকুমার কাছে গেলেই মুখে তুলে দিতেন বড় বড় গ্রাস। আর "আমার পেটভর্তি"—এই কথাটা নিমিষেই মিথ্যে হয়ে যেত। নিজের খাবারের অংশ মুখে তুলে দিয়ে ভালোবাসার বিশুদ্ধতম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, "খাও, খাইলেই বড় হইবায়।"

মাটিতে থেকেও আকাশের মতো মন রাখতেন—এমন একজন মানুষ ছিলেন আমার ঠাকুমা।

কবি কথা

অপেক্ষা একটি মায়ার নাম। কোনো কিছুর জন্য যখন আমরা অপেক্ষা করি, সেই সময় মনের ভিতর গড়ে ওঠে কত কাল্পনিক মুহূর্তের দুর্গ। আর সেই অপেক্ষা যখন হয়ে ওঠে কোনো প্রিয় মানুষের জন্য, তখন তা জায়গা নেয় বুকের গহীন কোণে।

প্রিয় মানুষের ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে মন বুনে অসংখ্য গল্প। কখনো সে কাছে নেই বলে বুক কেঁদে ওঠে—ভিজে যায় চোখের কোণ। কখনো রাতে ঘুম চলে যায় একাকী নিঃসঙ্গতায়। মাত্রাতিরিক্ত চিন্তায় বিষণ্নতার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে মনের দিগন্তে। ভেসে ওঠে তার ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্ত, তার পাশে থাকার অসামান্য সময়, তার ছোটখাটো খুনসুটি, অকারণ চেয়ে থাকা, আবদার।

আবার যখনই তার জন্য অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে শুরু করে—তার ফিরে আসার সময় হয়—মনে হয়, সে আসবে; নিশ্চয়ই আসবে। হয়তো থাকবে সীমাহীন প্রতিকূলতা, তবুও সে ফিরে আসবে—এই ভাবনাটুকুতেই বুকের ভিতর জন্ম নেয় এক অন্যরকম অনুভূতি। বিমর্ষ চোখে জেগে ওঠে হাজারো আলোকিত তারার মতো চমক। মুখে ফুটে ওঠে খুশির মৃদু ছোঁয়া। চোখ অপলক তাকিয়ে থাকে পথের দিকে—কখন সে আসবে।

হৃদয়ে উঠতে থাকে অদম্য, অগণিত উচ্ছ্বাস। ভালোবাসলে অপেক্ষার সময় যতই দীর্ঘ হোক, ফিরে আসার মুহূর্তের কাছে সে নগণ্য। তুচ্ছ হয়ে যায় যত কষ্ট, বেদনা আর জমানো গাঢ় অভিমান। সে আসুক। এসে দেখুক—তার প্রিয় মানুষটা কেমন আছে। সে এসে পাশে বসলে মিলিয়ে যাক হৃদয়ের সব হাহাকার।

তাই শত প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা, পিছুটান—যা কিছুই থাকুক না কেন, সব পেছনে ফেলে দিয়ে—তবুও আসুক সে।

— **দেবব্রত রায়**

সূচিপত্র

কতটুকু...১
কেউ দাঁড়িয়ে ছিল...২
গোপন সত্যি...৩
আত্মসমর্পণ...৪
যে চলে গেল...৫
হারিয়ে ফেলা...৬
মরীচিকা তুমি..৭
বেসামাল হৃদয়..৯
যন্ত্রণার ওজন..১০
ধুলোয় লেখা নাম..১১
অভাবের স্বভাব...১২
নিয়তির টানে...১৩
স্মৃতিদের নকশিকাঁথা..১৪
প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায়...১৫
তারপর একদিন..১৬
তবু মনে রেখো..১৭
তোমার ডাকে...১৮
হিসেব নিকেশের বাইরে..১৯
রাত জাগা চাঁদ..২০
ঋতুর প্রতিটি প্রশ্নে তুমি..২১
স্মৃতিদের ভয়..২৩
যে ভালোবাসা বোঝে না...২৪
বেহিসেবি মন...২৫

ভালোবাসার অবকাশ ২৬
নোনাজলের ঘা ২৭
প্রত্যাশার পথে ২৮
ভালোবাসার দূরত্ব ২৯
নিজের একটা মানুষ চাই ৩০
ম্লান চাঁদের সন্ধ্যা ৩১
বৃষ্টি জুড়ে আমি ৩২
একটি কারণ ৩৪
ধ্রুবতারা ফেলে ৩৫
অপরিপাটি জীবন ৩৬
বাঁধভাঙা মন ৩৭
সেদিন কবিতা হবে ৩৮
মন আয়না ৩৯
অপ্রতুলতা ৪০
স্মৃতি জমা মেঘ ৪১
আমার কথা বলুক ৪২
মুক্ত ভালোবাসা ৪৩
মায়া–অবহেলা ৪৪
সুতোর টান ৪৫
তোমার প্রিয়জন ৪৬
তুমি-আমি ৪৭
ফিরে এলে যেই ৪৮
হিজল প্রেম ৪৯
এক জনম অপেক্ষা ৫০
ভালোবাসো কতটুকু ৫১
ডাকলে সাড়া দিও ৫২
শূন্য বুকের শূন্যতা ৫৩

আশ্বাস ৫৪
না চাইতেই...৫৬
ছুঁয়ে দিও... ৫৭
তবুও আসুক সে ৫৮

কতটুকু

কতটুকু চাইলে,
কতটুকু পাইলে—
কতটুকু জানলে আমায়?

কতটুকু হাসলে,
কতটুকু ভালোবাসলে —
অভিমানে কান্না থামায়?

কতটুকু উড়লে,
কতটুকু পুড়লে—
ভালোবাসা সত্যি হয়?

কতটুকু ভুলে,
কতটুকু ফুলে
নিজের মানুষ কাছে রয়?

কেউ দাঁড়িয়ে ছিল

তবুও কারো জন্য কেউ দাঁড়িয়ে ছিল,
হারিয়েছিল নিজেকে ভীষণ ঝড়ে।
শত ফুলের কুঁড়ি অকাতরে ঝরে যায়,
একটা দীর্ঘশ্বাসে কত স্মৃতি মনে পড়ে।

তবুও কারো জন্য কেউ দাঁড়িয়ে ছিল,
বাড়িয়েছিল হাত—হওয়ার বুকে আবার।
সন্ধ্যা নামা গহীন অন্ধকারে ডুবল চোখ,
কোনো হাত আসেনি স্পর্শ খুঁজে পাবার।

তবুও কারো জন্য কেউ দাঁড়িয়ে ছিল,
ঝরিয়েছিল কিছু অশ্রু সংগোপনে।
হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শত অপেক্ষা—
কারো কি কিছুই পড়ে না আর মনে?

গোপন সত্যি

তোমার মনের নদী,
হঠাৎ করে যদি
আমার নাম বয়ে যায়।

আমিও দেখব চেয়ে,
কাজল চোখের মেয়ে,
তখন করো কী উপায়!

হাসি কিংবা লজ্জায়,
কত কী যে বোঝা যায়,
তুমি না বললেও জানি।

বলবে না কিছু মুখে,
সব ফুটবে শুধু চোখে—
ভালোবাসো বলেই হও অভিমানী।

আত্মসমর্পণ

আমাকে তুমি আদুরে গলায় ডেকো,
বুকের ভেতর খুব যত্ন করে রেখো।
ভুল অভিমান শেষ হয়ে যদি আসে,
চুপটি করে এসে বসো আমার পাশে।

আমি তখন করব না কোনো ভান,
থাকবে পড়ে অহেতুক অভিমান।
কথা কিছু বলবে না, আমি জানি,
ফুলিয়ে গাল হেসে দিয়ো একটুখানি।

আমি তখন শুনব না কোনো কথা,
একটু করে ছুঁয়েই দেব মন।
এক জীবনের হিসেব-নিকেশ জানে—
তুমি মানেই আমার আত্মসমর্পণ।

যে চলে গেল

কতটা দূরে,
আবছা ভোরে—
সে ছেড়ে চলে যায়।

কোন অভিমানে,
সে-ই শুধু জানে—
মনের হিমবাহ গলে যায়।

সে হারিয়ে খেই,
চলে গেল যেই—
ফুঁপিয়ে কাঁদল শুধু মন।

ভাসল হৃদয় নদী,
সে দেখে যেত যদি—
পারত কি, না করে আপন?

হারিয়ে ফেলা

নদী যদি ছুটে যায়,
অবশেষে কি যে পায়—
নিজের পরিচয় হারিয়ে,
আরও বেগ বাড়িয়ে,
সে নিজেকেই হারায়।

তবুও নদী জানে,
সাগরের ভীষণ টানে—
তাকে ছুটে যেতে হয়।
ভালোবাসলে নিজেকে ভুলে,
ভালোবাসাতেই মিশে যেতে হয়।

মরীচিকা তুমি

তুমি কত দূরে,
চলে গেছো—
সেই কবে!
তবুও আমার মনে হয়,
এই বুঝি দেখা হবে।

এই ভাবনায়, ভাবনায়
কেটে যায় কত দিন,
কেটে যায় কতকাল।
চোখেদের শুধু খোঁজাখুঁজি,
আর মন হয় বেসামাল।

তোমাকে ছুঁতে,
পাহাড় পেরোতে—
আমি তৈরি, দ্বিধাহীন।
বুকের ভেতর মরুভূমি,
তাতে তুমি মরীচিকা রঙিন।

মন খারাপের সন্ধ্যা নামে,
চিঠি নেই তোমার হলুদ খামে।
আবছা আলোয় ম্লান চাঁদ ওঠে।
রাত্রি জুড়ে বিষাদ সময়—
আমরা কি আর কেউ কারো নয়?
তবুও, শুধু মন তোমার পানেই ছোটে।

বেসামাল হৃদয়

ভেজা পাখির মতো,
বুকে নিয়ে দারুণ ক্ষত,
যদি কাঁপি আমি দাঁড়িয়ে—

হবে কি খুব নিষ্ঠুর?
করে দেবে আমাকে দূর,
নেবে না টেনে দু'হাত বাড়িয়ে?

যদি টেনে নাও বুকে,
তোমার গন্ধ শুকে
কাটিয়ে দেব আমি শতকাল।

তোমাকে পেলে কাছে,
আর কি চাওয়ার আছে?
আনমনে হয়ে যাব বেসামাল।

যন্ত্রণার ওজন

কোনো এক রজনী,
বালিশে মুখ গুঁজে রাখলে
দু'চোখের জলে
বিষণ্নতার জলছবি আঁকলে—
তোমারও কি দূর থেকে
কেমন কেমন করবে মন?

আমিও চাই,
তুমি কাছে এসে
বসো আমার
আরেকটু গা ঘেঁষে।
মনের তুলা যন্ত্রে, নিশ্চুপে,
মাপো আমার বুকের যন্ত্রণার ওজন।

ধুলোয় লেখা নাম

জানি—পথ দুটি গেছে ভিন্ন,
তবু রেখে যাই কিছু নীরব চিহ্ন।
চলে যাও তুমি, ফেরো না আর,
হৃদয়ে শুধু তোমার হাহাকার।

ছায়া হয়ে থাকি রোদ্দুর জুড়ে,
চেনা শহরে, অচেনা মুখোশ পরে।
তুমি কি জানো—ওই পদরেখা,
চাতকের মতো চেয়ে থাকে একা।

আমি হাঁটি আঁকাবাঁকা পথের ধারে,
আশারা লুকিয়ে থাকে মনের আঁধারে।
হয়তো কোনো এক বিষণ্ণ ক্ষণে,
স্মৃতিরা জেগে উঠবে তোমারও মনে।

চোখে পড়বে ধুলোয় লেখা—
একটি নাম, একটি রেখা।
ছুটবে, জানি, হতাশ হয়ে একা একা,
যদি পেয়ে যাও আমার একটিবার দেখা।

অভাবের স্বভাব

এখনো তোমার নাম শুনলে, আমার বুক কাঁপে।
গভীর রাতে জ্বর উঠলে, কপালে হাত রেখে কে মাপে?

আমার দিন কাটে ভীষণ অগোছালো, বাউন্ডুলে।
কি ভাবে ভালো থাকো, বলো তুমি আমাকে ভুলে?

আমি শুধু ভালো থাকার ভান করি কত,
ভেতরে আবেগ স্রোত গভীর নদীর মত।

এভাবেই হতে থাকি আমি তছনছ রোজ,
সময় বদলে যায়, তবুও আমি অকারণেই অবুঝ।

তারপর রাত জুড়ে চোখ খুলে হিসেব কষি,
জ্বরে পুড়ে যাই, মনেতে অসুখ অহর্নিশি।

অভাবের স্বভাব আমার বুকে জমা থাকে,
কত প্রেম মরে যায়, কে সে খবর রাখে!

নিয়তির টানে

যেতে যেতে যদি থমকে দাঁড়াই,
অভিমান ভুলে দু'হাত বাড়াই।
শিশির ভেজা মনে দহন যত,
স্পর্শে মিলিয়ে যাবে পুরোনো ক্ষত।

অমোঘ নিয়তি যদি কাছে আনে,
পথের প্রান্তে বুকের অতল টানে।
রাতের চাঁদ জ্যোৎস্না ভেজা সুখে—
চোখেরা থামে তোমার মায়াময় মুখে।

স্মৃতিদের নকশিকাঁথা

চলে গেলে দূরে,
ভেঙে গেলে মন,
নোনাজল বয়ে যায়—
মানুষ করে কী তখন?

দিশেহারা হয়ে পড়ে,
একাকী শূন্য ঘরে,
তবুও যায় না ভুলে
ফেলে আসা গল্পের পাতা।

রাতের আকাশ জুড়ে
তারারা অনেক দূরে—
সোনামুখী সুই গেঁথে যায়
স্মৃতিদের নকশিকাঁথা।

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায়

এই যে, চিঠির সবটা জুড়ে,
কেবল তুমি—শুধু তুমিই থাকো।
দিনের শেষে, ভালোবেসে,
আমায় কি তুমি মনে রাখো?

তবুও আমি চিঠি লিখি রোজ—
যা আমি বলতে চাই তোমায় খুব।
শুধু ডাকপিয়ন পায় না তোমায় খুঁজে,
তাইতো আমি কোলাহলেও ভীষণ রকম চুপ।

তারপর একদিন

তারপর একদিন, সব শেষ হয়ে যাবে।
ফেলে আসা মুহূর্তদের স্মৃতিতে খুঁজে পাবে।
জীবন, তার চলার পথ বদলে নেবে,
এলোমেলো হিসেবেরা পাশে পড়ে রবে।

নতুন হিসেব মেনে ছুটবে সময়কাঁটা,
জোয়ারের জীবনে, থাকবে না আর ভাটা।
তবুও, কিছু মুহূর্ত মনেতে গেঁথে থাকে,
ভুলতে গিয়েও, মানুষ কত কী যে মনে রাখে।

বাইরে সহজ জীবন, ভিতরে তোলপাড়,
অতলান্তিক আবেগ-সাগর, বয়ে যাওয়া ভার।
একটা নিশ্চুপ চোরাবালি, তলিয়ে নিয়ে যাবে,
তারপর একদিন— সব, সব শেষ হয়ে যাবে।

তবু মনে রেখো

তবু মনে রেখো তারে,
যারে তুমি চাইছ ভুলিবারে।
যে তোমার সবচেয়ে আপন,
চলে গেছে ভেঙে দিয়ে মন—
তবু তারে মনে রেখো,
দিগন্ত পানে চেয়ে দেখো।

দুজনের কত অতীত ভেসে যায়,
নিজেকে নিঃস্ব করে চলো সেথায়।
তাকে তুমি ভালোবেসো,
মনে হলে তার কথা একটু হেসো।

সে হয়তো ভুলে গেছে তোমায়,
স্মৃতিরা তার অঘোরে ঘুমায়।
তুমি শুধু চোখ বুজতে পারো না—
জানি, সেসবের তুমি ধার ধার না।

অফুরান তারে ভালোবেসে যাও,
মনের মাঝে তুমি দিব্যি তারে পাও।
এখন সে তোমারে আর পায় না,
কে জানে কোথায় রাখে তার যত শত বায়না।

তোমার ডাকে

লিখে যাই কত কথা,
এঁকে যাই কত ছবি।
তোমার গলার আওয়াজ
আমার কাছে শোনায় ভৈরবী।

তাই কান পেতে বসে থাকি,
বাকি সব কলরব ভুলে।
তুমি এসে ডাকলেই আমার
হৃদয়-বাঁধ ভাঙে সমূলে।

হিসেব নিকেশের বাইরে

যত হিসেবেরা সব চলুক,
নিজেদের আপন গতিতে।
আমার কি যায় আসে—
লাভ কিংবা ক্ষতিতে?

যা ছিল পাওয়ার,
তার সবটাই চলে গেল বুঝি।
সব নিঃস্ব, তবুও শুধু
তোমাকেই বারবার খুঁজি।

এ যেন অফুরান
এক চক্রাকার আবর্তন।
ফুরোবে সেদিন যেদিন
পাব তোমার অকস্মাৎ নিমন্ত্রণ।

সেই আশায় আশায় বুক
বেঁধে আমি হাঁটি রোজ পথে পথে।
শত চেষ্টায় কোনো হিসেব-নিকেশ
পায় না আমায় ছুঁতে।

রাত জাগা চাঁদ

দিনের আলোতে পাই না তোমায়,
তাই রাতের আঁধারে খুঁজি।
আমার মায়া কাটিয়ে তুমি,
চাঁদের কাছে গেছো বুঝি?

তাইতো আমি সন্ধ্যা নামলে
চেয়ে থাকি চাঁদের পানে বোকা।
কখন জানি রাত ফুরোয়,
তবুও আমি ভীষণ একরোখা।

ঋতুর প্রতিটি প্রশ্নে তুমি

যদি কাল বৈশাখী এসে প্রশ্ন করে আমায়—
"তুমি কোথায়?"
তুমি নেই বলতে গিয়ে বুকটা যেন
ভিতর-ভিতর কেমন কালবৈশাখী নামায়।

যদি বর্ষা এসে প্রশ্ন করে আমায়—
"তুমি কোথায়?"
তুমি নেই বললে চোখ দু'টোর
বর্ষা তখন কে, কিভাবে থামায়?

যদি শরতের সাদা মেঘ, কাশফুল এসে প্রশ্ন করে আমায়—
"তুমি কোথায়?"
উত্তরে আমি বাকরুদ্ধ,
নদীতীরে আমাকে শুধু একা পাওয়া যায়।

যদি হেমন্তের সোনালি ফসল আর শিশির প্রশ্ন করে আমায়—
"তুমি কোথায়?"
শিশির-ভেজা সোনালি ফসল
তোমার ছোঁয়া ছাড়া কেমন যেন ম্লান দেখায়।

যদি কুয়াশা পড়া শীত এসে প্রশ্ন করে আমায়—
"তুমি কোথায়?"

আমি একা দাঁড়িয়ে থাকা কুয়াশা জুড়ে,
কাঁপব শুধু তোমার স্মৃতির উষ্ণতায়।

যদি কোকিল ডাকা বসন্ত এসে প্রশ্ন করে আমায়—
"তুমি কোথায়?"
শুভ্র বস্ত্রে কোলাহলে দাঁড়িয়ে থাকি,
হোলির রঙের বাহানায় কে আমাকে ছুঁতে চায়!

একই প্রশ্ন আমি মুখ বুজে সহ্য করি ঋতুর পর ঋতু—
"তুমি কোথায়, তুমি কোথায়?"
হঠাৎ করে তুমি ফিরে এসে বাঁচিয়ে নিও,
ভীষণ দম বন্ধ লাগে আমার এই প্রশ্নমালায়।

স্মৃতিদের ভয়

আমি কাটিয়েছি বহুকাল,
হয়নি এমন কখনো আগে।
রাত্রি বাড়লেই এখন,
আমার ভীষণ রকম একা লাগে।

কোন অভ্যাসে আমি
ছিলাম এতকাল বেশ ভালো!
রাতের প্রহর জানে ভিতরটা—
আমার কতটুকু অগোছালো।

নিশীথ রাতে আমি যাই না,
কোথাও আর একা একা।
ভয়ে জেগে থাকি দু'চোখ বুজে—
যদি স্মৃতিদের সাথে হয়ে যায় দেখা।

যে ভালোবাসা বোঝে না

যে ভালোবাসা বোঝে না,
তাকে ভালোবাসার মতো
বিড়ম্বনা আর কিছুতে নেই।

যে স্পর্শ বোঝে না,
তাকে কখনো আবেগের বশে
ভুলেও এতটুকু ছুঁতে নেই।

যে চোখ পড়তে পারে না,
তাকে কখনো চোখের
জল দেখাতে নেই।

যে মন পড়তে পারে না,
তাকে কখনো ভালোবাসার
মানে শেখাতে নেই।

বেহিসেবি মন

আমার এই হিসেবি মন,
কিছুটা বেহিসেবি হোক—
তোমাকে ভালোবাসতে সব
হিসেবেরা বন্যায় ভাসুক।

মশগুল কিসে এখন,
আগাগোড়া খবর নেই।
হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ওঠে শুধু,
তুমি ফিরে তাকাতেই।

বেসামাল এই মন কেমন,
যেন বোকা বোকা লাগে।
ভালোবাসলে এমন হয়—
তা জানতাম কি আগে?

ভালোবাসার অবকাশ

জল আজ হয়ে যাও নদী,
আমিও কিছুটা পাগল হবো—
তুমি এতটুকু ভালোবাসো যদি।

মেঘ আজ ভেসে যাও অনেক দূর,
অপেক্ষায় তোমার কাটিয়ে দেব,
কত রাত্রি থেকে ভোর।

চোখ আজ ভুলে যাও সব পথ,
আমার কাছেই ফিরে এসো—
তুমি না ভুলে পুরোনো শপথ।

মন আজ হয়ে যাও বাতাস,
ছুটতে ছুটতে শান্ত হবো—
যদি দাও ভালোবাসার অবকাশ।

নোনাজলের ঘা

আমি শত চেষ্টায় নিজেকে সামলে রাখি,
তবুও নিঃসঙ্গতার ঝড় ওঠে মনে।
তুমি ছাড়া আমার মন জাহাজ ডুবে,
বলো, সাগর জলে বাঁচব কেমনে?

ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ে,
ভাসিয়ে আমায় নিতে যে চায়।
খড়কুটো আর রইল না কিছু,
নিজেকে তাই লাগছে খুব অসহায়।

কত ঢেউয়ের তালে ভাসতে থাকি,
বাইরে সে খবর কেউ জানে না।
বুকের ভেতর নোনাজলের ঘা,
তবুও তোমার খবর কেউ আনে না।

প্রত্যাশার পথে

কত কি পাব ভেবে,
পাগল পানে ছুটে আমি যাই।
পথের ধুলিকণারা শুধু জানে—
সবশেষে আমি কি যে পাই!

কতবার ভেবেছি আমি ছেড়ে
দেব যা আছে চাওয়া-পাওয়া সব,
ব্যতিক্রমী হবার চেষ্টায় শুধু
জড়িয়ে ধরে প্রত্যাশার কলরব।

এভাবেই আমি প্রহর গুণে গুণে,
এক পা, দু'পা করে, কি যেন খুঁজি।
"পাব, পাব" বলে মরে যাই—
নিজের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি রোজই।

ভালোবাসার দূরত্ব

কতটা ভালোবাসলে, কেউ চিরকাল পাশে থাকে?
হৃদয়ের গোপন কোণে নীরবে একটা ঠাঁই রাখে?
আর কতটুকু অবহেলায়, একদিন সে থেমে যায়—
চেনা পথ পেরিয়ে, অচেনা সীমানায় হেঁটে যায়?

কেউ থাকে কাছে, তবু বহুদূরে যেন রয়ে যায়,
চোখে চোখ পড়েও, মনেরা প্রেমের ছোঁয়া কোথায় পায়?
আবার কেউ—দূরে থেকেও ছুঁয়ে যায় হৃদয়,
বেহিসেবি ভালোবাসায় পুষে রাখে শুধু হারানোর ভয়।

নিজের একটা মানুষ চাই

নিজেকে হারিয়ে ফেলার মতো,
বলে দেবে মনে, কথা যত—
সবারই এমন একটা মানুষ চাই।

দিনের শেষে ক্লান্তি দেখে,
হাজারো ভুল-ভ্রান্তি রেখে,
আগলে রাখার মত একটা মানুষ চাই।

যার কাছে সব কিছু নিশ্চিন্তে,
ভুল যেন না করে সে চিনতে,
মনে কষ্টিপাথর ছাড়া, এমন একটা মানুষ চাই।

সে কাছে এলে, কষ্ট যত—
উবে যায় কর্পূরের মতো।
কি ভালো হতো, যদি সবাই এমন একটা মানুষ পাই!

ম্লান চাঁদের সন্ধ্যা

একটা বিষণ্ন সন্ধ্যা বেলায়,
আমি বসে থাকি ঝিলের পাশে।
তোমার প্রিয় জায়গা সেটা,
ম্লান চাঁদ ওঠে ওই আকাশে।

তুমি আজ নেই বলে,
জলের হাঁসও স্থির থাকে।
সারি সারি গাছের ছায়ারা সব
আমার দিকে কেমন করে চোখ রাখে।

আমি হয়ে অন্যমনা,
তোমার জন্যই বসে থাকি।
চারপাশের মনখারাপেও,
তোমায় আমি হৃদয়ে রাখি।

বৃষ্টি জুড়ে আমি

বিকেলবেলা বৃষ্টি হলে
ধুলোবালি সব ধুয়ে গিয়ে,
তোমার শহর স্নিগ্ধ লাগে—
যদি তুমি দেখো এগিয়ে।

পালক ভেজা চড়ুই পাখি
হঠাৎ করেই উড়ে গেলে,
তোমার যেন টনক নড়ে—
কত কী যে আসলে ফেলে!

একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলে,
অতীতগুলো সব উঠল ফোটে,
চোখের কোণে জমলো জল—
না চাইতেও দারুণ ছোটে।

দূর হতে শীতল হাওয়া
বয়ে যায় তোমার শরীর জুড়ে,
মিটিয়ে দিয়ে চাওয়া-পাওয়া—
অমন করে যায় কে দূরে?

শহর আবার ব্যস্ত হচ্ছে,
তুমিও হবে ব্যস্ত আবার।
আমি থাকি তোমার বৃষ্টি জুড়ে—
এক ফোঁটা স্মৃতি, নীরবে ভাবার।

একটি কারণ

চাঁদের মতো মায়া যদি রাখো,
বাতাস জুড়ে যদি আমার গন্ধ পাও,
ভীষণ রোদে পুড়েও আসবো আমি ফিরে,
দহন দিনে একটু ছায়া যদি দাও।

আলতো করে বাড়িয়ে দিলে হাত,
ছুটব আমি ধরতে তোমার আঙুল,
এক জীবনের পথ চলার শপথ—
ঝেড়ে ফেলে যত মনে পুষা ভুল।

এমন করেই এগিয়ে যাব পথ,
ছেড়ে যেতে হাজার কারণ চাই,
থেকে যাবার একটি কারণ খুঁজে,
কঠিন জেনে তবুও থেকে যাই।

ধ্রুবতারা ফেলে

একটা ভীষণ অন্ধকার রাতে,
দূরে কোথাও যদি একটা আলো জ্বলে,
আমি তাকে 'তুমি' ভেবে নেবো—
এগিয়ে যাব, আকাশে ধ্রুবতারা ফেলে।

তারপর ছুটে যাব এদিক-ওদিক,
ফেলে যাব কত নদী, পাহাড়, পাছে।
তুমি থাকবে কি, থাকবে না সেখানে—
তবুও তুমি আছো আমার বুকের আনাচে-কানাচে।

এই যে একটা অন্ধবিশ্বাস নিয়ে আমি হাঁটি,
শুধু তোমাকে একটিবার দেখবার আশায়,
কতটা স্মৃতি বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াই—
সন্ধ্যা পেরিয়ে, গভীর রাত আর গভীর ভালোবাসায়।

অপরিপাটি জীবন

লাল কৃষ্ণচূড়ায়
বিকেল ধুলো উড়ায়,
ফুরিয়ে যায় দিনের পর দিন।

কুয়াশা ভেজা ঘাসে,
শীতের নরম আভাসে,
বুকে তোলা থাকে স্মৃতির ঋণ।

মেঘের আলতো ছোঁয়ায়
বৃষ্টিরা জীবন খুঁজে পায়,
ভিজে ওঠে মনের মাটি।

এভাবে ঋতুরা চলে যায়,
স্বভাবে মন কি যে চায়—
শুধু জীবন হয় না পরিপাটি।

বাঁধভাঙা মন

মাথার উপর মেঘলা আকাশ,
একটা বৃষ্টি-ভেজা ছাদ।
তুমি যদি থাকো পাশে,
ভেঙে দেব আজ মনের যত বাঁধ।

তুমি যদি বৃষ্টিতে ভিজে,
সিক্ত শরীর, চোখ বুজো—
হাওয়ায় হাওয়ায় শীতল হয়ে,
চোখ বুজে কি আমায় খোঁজো?

বাঁধভাঙা মন ছুটবে তখন,
মনে-মনে যদি আমায় চাও।
আমি আছি তোমার হয়ে,
আমায় তুমি জড়িয়ে নাও।

সেদিন কবিতা হবে

দিনের শেষে, এই যে তোমাকে মনে পড়ে,
তোমার অপেক্ষায় বসে বসে মনও পুড়ে।
মেঘেদের দেখে এতটুকু কবিত্ব জাগে না,
তুমি ছাড়া, একা একা, কিছুই ভালো লাগে না।

বৃষ্টি, মেঘ, হাওয়া, শিউলি আর বাগান-বিলাস—
কিছুই পারে না করতে পূরণ মনের অভিলাষ।
তবে এরা সবাই একদিন, একে একে, কবিতা হবে—
শুধু জানিয়ে দিও, অপেক্ষাটুকু শেষবারের মত শেষ কবে।

মন আয়না

আমার মনের পুকুর জল,
যেন পড়ে থাকা আয়না।
রাত, দুপুর কিছুই নেই,
শুধু তোমায় দেখার বায়না।

আমি বোঝাই অনেকরকম,
ভুলিয়ে রাখতে বলি অনেক কথা।
আমার কথা কেই বা শুনে,
বুকের ভেতর জাগায় ব্যাকুলতা।

এমনি করে স্থির জলে,
অহরহ ওঠে আবেগ-উচ্ছ্বাস।
শান্ত শুধু তখনই হয়,
ভেসে উঠলে— তোমার মুখের আকাশ।

অপ্রতুলতা

এই যে আমি, নিজেকে নৈবেদ্যের
মত তোমার কাছে সাজিয়ে দিই—
মুখ ফিরিয়ে তুমি আমাকে গ্রহণ করো না,
উপবাসী ভালোবাসায়, শুধু অবহেলা কুড়িয়ে নেই।

ক্রমে ক্রমে নির্জীব হয় মনের যত
উন্মাদ, কল্পনাতীত, বিস্ময়কর ভালোবাসা।
হয়তো তোমার মনও উদ্বেলিত হবে একদিন,
জেগে উঠবে— আমাকে ছুঁয়ে দেখার আশা।

হয়তো, আমার কাছে এসে বসতে চাইবে,
বলতে চাইবে অবহেলার অভ্যাসে জমানো কথা।
মরে যাওয়া প্রেমে, নতুন আমি চুপ থাকি—
জীবন জুড়ে শুধু থাকবে, তোমার অপ্রতুলতা।

স্মৃতি জমা মেঘ

এই যে সন্ধ্যা নামে,
জোনাকি ভরা চারিপাশ,
তারায় ভরা আকাশ জানে।
বুকের ভিতর দুঃখরা সব,
মেঘের উপর মেঘ জমে।
নিজের মানুষ দূরে চলে যায়,
কোন ভীষণ গোপন অভিমানে?

ল্যাম্পপোস্টের হলদে আলোয়,
ম্লান মনটি আরও ম্লান হয়ে যায়।
ধূসর কুয়াশা ঢেকে দেয় শুধু মুখ।
একবার চলে গেলে দূরে,
মন খারাপের রাত্রীরা জানে—
সহজে সারেনা, তাকে ফিরে পাবার অসুখ।

আমার কথা বলুক

হঠাৎ করেই একদিন
আকাশ কালো মেঘ করুক,
মন খারাপে আমার কথা
খুব করে মনে পড়ুক।

বাইরে ঝড় উঠলে
তোমার মনেও ঝড় উঠুক,
বিষণ্ণ মনে দু'চোখ বেয়ে
অবিরাম কান্না ছুটুক।

চুপিচুপি খুলে দেখো
আমার দেওয়া চিঠিগুলো,
পুরনো সেই ছেঁড়া পাতায়
বেঁচে থাকুক কথা, ধুলো।

মনের কোণে সন্ধ্যা নামলে
আমার নামের আলো জ্বলুক,
আমি না থাকলেও— মেঘ, বৃষ্টি,
চিঠিরা সব আমার কথাই বলুক।

মুক্ত ভালোবাসা

যাকে তুমি আগলে রাখছ খুব,
সে-ই যেনো যেতে চাইছে দূরে।
ভালোবাসলে বন্দী নয়— মুক্ত করো,
যদি ফেরার হয়, তবে
আসবেই আবার সে ফিরে।

ছেড়ে দাও তাকে নিজের মতো,
পিছন থেকে আর ডেকো না।
ভালোবাসার বিপুল ছায়ায় স্নিগ্ধ হেসে,
অতীত স্মৃতি মনেতে এঁকো না।

গোধূলির হলদে ধূসর আলো,
উড়ে যায় শত শত পাখির দল।
কাছের মানুষ পাশে না থাকলেও—
মনেতে লুকিয়ে সাজানো থাকে
তার মুখের স্পষ্ট আদল।

মায়া–অবহেলা

কোথাও রাত মানেই আঁধার,
কোথাও থাকে ঝলমলে আলো।
বুকের নদীর আয়না জানে,
ফেলে আসা স্মৃতিরা কতটুকু ভালো!

কখনো প্রবল বাণ আসে বুকে,
ভেসে বেড়ায় বিষাদের ছায়া।
এক পা, দু’পা করে সরে যাচ্ছি দূরে,
তবুও এতটুকু নেই কাছে রাখার মায়া!

তাই কাছে থেকেও চলে যাচ্ছি বহুদূর,
গোপনে গড়ে তুলেছি অভিমান-ঘর।
কতটা মায়ায় মানুষ আপন হয়ে যায়,
আর কতটা অবহেলায় হয়ে যায় পর?

সুতোর টান

এক অদৃশ্য সুতোর টানে,
ফিরে আসি দুজনে, বারবার।
তোমাকে হারাতে দিলে,
আমার আর কোথাও নেই যাওয়ার।

হারিয়ে যাওয়ার হাজার কারণ,
জমা আছে মনের গোপন কোণে।
কোথায় যাব, কাকে পাব—
আঁধারে চোখ দুটি শুধু তোমায় বুনে।

তাই থেকে যাই পাশে,
উজাড় করে দেই, আমার যা আছে।
তুমিও যেও না ছেড়ে—
ভালোবাসা তো কারণ ছাড়াই বাঁচে।

তোমার প্রিয়জন

তোমার প্রিয়জন পথ চেয়ে থাকে,
অভিমান বাসা বাঁধে বুকের চরে।
চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে রোজ—
কে বাস করে তোমার বুকের ঘরে?

তোমার প্রিয়জন স্টেশন চত্বরে ঘুরে;
আসে যায় কত বিরামহীন রেলগাড়ি।
বিলম্বিত ট্রেনের জন্যও দাঁড়িয়ে থাকে,
তোমার দেখা ছাড়াই ফিরে যায় বাড়ি।

তোমার প্রিয়জন দরজা খোলা রাখে,
যদি বন্ধ দরজা দেখে তুমি ফিরে যাও।
ঘুমের ভানে চোখ বুজে, খুলে রাখে কান,
যদি ফিরে এসে একটিবার ডাক দাও।

তোমার প্রিয়জন মন জ্বেলে রাখে,
মন-প্রদীপের অন্ধকারে বসে থাকে।
অন্ধকার থেকে স্পষ্ট সব পথ-প্রান্তর,
হৃদয়ে তোমার ফিরে আসার ছবি আঁকে।

তুমি-আমি

তুমি ঠিক, আমি ভুল—
অল্প দূরত্বেই ছোঁবে আঙুল।

আমি সহজ, তুমি কঠিন—
ভালোবাসা বাড়ছে দিন দিন।

তুমি শীত, আমি গ্রীষ্ম—
তুমি ছাড়া আমি নিঃস্ব।

তুমি রাগলে, আমি শান্ত;
তুমি তাকালে, আমি বিভ্রান্ত।

আমি রোদ, তুমি জল—
আমার জ্বরের প্যারাসিটামল।

আমি রাত, তুমি দিন—
তোমার কাছেই যত ঋণ।

তুমি সমুদ্র, আমি পাহাড়—
মুঠো ধরলেই সব পারাপার।

ফিরে এলে যেই

একটা বন্ধ ঘরে রুদ্ধ করে মন,
ভেবেছি— থাকব বসে একা একা।
অন্ধকার আর নৈঃশব্দে থাকব ডুবে,
করব না আর তোমার সাথে দেখা।

এমনি করে, যতবারই করেছি আমি পণ,
অভিমানে থেকেছি ভীষণ চুপ করে।
তুমি কেমন জাদুর ছলে এসে,
ভুলিয়ে দাও মন— সোহাগে, আদরে।

ওই মুহূর্তে চোখের কোলে জল,
পড়তে থাকে অনায়াসে, অবিরাম।
ফুঁপিয়ে কাঁদা সব কষ্ট, রাগ ভুলে—
তুমি কাছে এলেই, এ কেমন আরাম!

হিজল প্রেম

সবাই প্রেমে গোলাপ চায়,
তুমি চেয়েছিলে হিজল ফুল।
আমি কেন জানতে চাইলে,
হেসে দেখিয়েছিলে তোমার কালো চুল।

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি,
চারপাশে কেউ জেগে ওঠেনি।
আমি বৃষ্টিতে ভিজে গেছি ছুটে—
হিজল নাকি রাতের আঁধারেই ফোটে।

সকালে সে ফুল ঝরে যায়,
তাই আমাকে আর কে পায়?
ঝড়, বৃষ্টি— সব তুচ্ছ এখন,
যদি হিজল দিলেই পাই তোমার মন।

তারপর হলো আমাদের ছাড়াছাড়ি,
আমি কি সেসব ভুলতে পারি?
এখন আমি হিজলের মানে বুঝতে পারি—
বন্যা, খরা সহ্য করেও তোমায় আমি খুঁজতে পারি।

এক জনম অপেক্ষা

তুমি সাগর পাড়ে বলেছিলে,
এই এক্ষুনি ফিরে আসবে।
আমার মূল্যহীন অপেক্ষারা,
আর কতকাল নোনাজলে ভাসবে?

তবুও আমি বসে আছি
বহুকাল নিশ্চল, অসাড়।
ফিরে এসে আমাকে আর পাবে না,
শুধু পড়ে থাকবে আমার অস্থিচর্মসার।

ভালোবাসো কতটুকু

তোমার জন্য একটা পৃথিবী থাক,
বলব সব আজ— না রেখে রাখঢাক।
হৃদয়ে জমা হাজার কথার স্তূপ,
তুমি বললে, আমি থাকব ভীষণ চুপ।

থাকব চেয়ে নিস্পলক দু'চোখে,
উত্তাল হাওয়া বইবে শুধু বুকে।
বুঝব যত তোমার মনের ভাষা—
খুশির ছোঁয়ায় মৃদু মৃদু হাসা।

হারিয়ে যাব তোমার চোখের নীলে,
একটু করে মনখানি ছুঁয়ে দিলে।
হাঁটব পাশে তোমার বাড়ির পথটুকু—
ফিরে ফিরে তাকালেই, বুঝব ভালোবাসো কতটুকু।

ডাকলে সাড়া দিও

দিনের শেষে,
ভালোবেসে
না রাখলে কাছে।

নদীর মতো
অবিরত,
দুঃখ বলার আছে।

নির্ঘুম রাত,
শূন্য হাত—
ডাকলে সাড়া দিও।

আঁধার কালো,
বাসলে ভালো,
বুঝবে কতটা চাই আমিও।

শূন্য বুকের শূন্যতা

আকাশ জুড়ে কত তারা!
শুধু আমায় দেয় পাহারা।
এই রাতে যে নেই কোনো তাড়া,
আমি কি ভীষণ রকম ছন্নছাড়া!

সবুজ ঘাসের শরীর মেখে,
নিবিড় অন্ধকারের ছাপ এঁকে,
তাকিয়ে থাকি কত সীমাহীন দূরে—
শুধু তুমি থাকো শূন্য বুকের শূন্যতা জুড়ে।

আশ্বাস

ঝড়ের মুখে,
নরম চোখে,
চাইলে কেউ—

ক্লান্ত বুক,
দুঃখ–সুখ
বইবে ঢেউ।

আলতো হাতে,
গভীর রাতে,
ছুঁলে যেই—

সুখের ছোঁয়া,
দুঃখ ধোঁয়া—
আর যে নেই।

চুপিসারে,
বুকের ভারে
থাকলে পাশে—

আর কী চাই,
রাখবো তাই

বুক–আকাশে।

দীর্ঘশ্বাস,
পেলে আশ্বাস,
উড়েই যাবে—

এমন দিন,
একটু রঙিন,
কোথায় পাবে!

না চাইতেই

সময় বদলে সময় আসে,
কেউ থাকেনা আশেপাশে।
চোখের শুধু মিথ্যে খোঁজ,
এমনি করেই চলছ রোজ।

মাঝে মাঝেই বুকের পাশে
ব্যথা করে কার অভ্যাসে?
ভুলতে গিয়েও মনে পড়ে,
মনের ঘরে কে বাস করে।

তখন তুমি আলতো হাসো,
মেঘের ভেলায় স্বপ্নে ভাসো।
অতীত স্মৃতি এলোমেলো,
না চাইতেই সে ছুঁয়ে গেল।

ছুঁয়ে দিও

নিকষ কালো আঁধার নামলে,
বুকের ভিতর কেমন নিঃস্ব হয়।
ওই আঁধারে আঙুল ছুঁলে,
এক মুহূর্তেই একটা বিশ্ব হয়।

পাশাপাশি খানিক বসো যদি,
কথারা না হয় ছুটি নেবে।
একটি কথা না বলেও,
মন সকল কথাই বলে দেবে।

সময় ফুরালে এগিয়ে যাবে,
তবুও পিছন ফিরে দেখো যদি।
বাড়িয়ে হাত ডাকলে আমায়,
বইবে খুশির অশ্রু নদী।

তবুও আসুক সে

তবুও সে ফিরে আসুক পাশে,
বাতাসের হালকা সুবাসে
উড়ে আসুক তার ঘ্রাণ।

দূরত্ব শুধু ব্যথা দেয়,
মন অসুখ জড়িয়ে নেয়—
যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে প্রাণ।

উদাস করা দহন দিন,
একলা আকাশ, বেরঙিন—
জানালা জুড়ে চেয়ে থাকে চোখ।

ভুল করেও যদি সে
চলে আসে খুব পাশে—
হঠাৎ করেই কেঁপে উঠুক বুক।